মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে গ্রেফতার বাবা ও ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক প্রতিবেশীকে পিটিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত নারায়ণ মাঝি ও জয়দেব মাঝিকে মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাটি বিবরণ, পঠাশপুরের সানমাঝিগড় গ্রামের পূর্ণেন্দু কামিলার সাথে প্রতিবেশী নারায়ণ মাঝির মধ্যে পুকুর সংক্রান্ত বিবাদ দীর্ঘদিনের। এর মধ্যেই সোমবার দুপুরে নারায়ণ মাঝি ও তার ছেলে জয়দেব মাঝি পুকুরে মাছ ধরতে শুরু করে। প্রতিবাদ করেন পূর্ণেন্দু কামিলা। ঘটনাটিকে ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, সেইসময় বাবা ও ছেলে মিলে প্রতিবেশী পূর্ণেন্দু কামিলাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের চেষ্টা করে। স্থানীয়রা দৌড়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে প্রহৃতকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন। অভিযোগ পেয়ে সোমবার রাতেই বাবা নারায়ণ মাঝি ও ছেলে জয়দেব মাঝিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা ঃ চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল পুলিশ। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা টাউন থানা এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরেই চন্দ্রকোণার শ্যামলগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে উঠেছিল বেশ কিছু চোলাই মদের ঠেক। বেশ কয়েকবার চন্দ্রকোণা থানার পুলিশ ও গ্রামের প্রমিলা বাহিনী অভিযান চালিয়ে চোলাইয়ের ঠেক ভাঙচুর করেও চোলাই কারবারীদের সতর্ক করে। কয়েকটি জায়গায় স্থানীয়রা ও গ্রামের মহিলাদের তৎপরতায় অনেক চোলাই মদের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে ঠেকে হানা দিল চন্দ্রকোণা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার চন্দ্রকোণা থানার ওসি সুদীপ ঘোষালের উদ্যোগে এইদিন অভিযান চালানো হয়। প্রচুর চোলাই ঠেক শিল করাসহ কয়েকশো লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অভিযানে খুশি এলাকাবাসী।

ভোর রাতে পুড়লো ছাত্র-যুব সংগঠনের অফিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ মঙ্গলবার রাত পোহালেই বুধবার তৃণমূলের দখলে আসা বিরোধী শূন্য হলদিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নির্বাচন। তার আগে সোমবার গভীর রাতে হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজ বা হিট কলেজের সামনে থাকা তৃণমূলের যুব ও ছাত্র সংগঠনের কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়ার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, পৌরপ্রধান নির্বাচনের আগে বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির চক্রান্ত করেছে। অপরদিকে, বিরোধীদের দাবি পৌরপ্রধান কোন গোষ্ঠীর থেকে হবে সেই নিয়ে বিবাদের জেরে অগ্নিকাণ্ড। হলদিয়া পৌরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডের হিট কলেজ সংলগ্ন তৃণমূল যুব ও ছাত্র সংগঠনের অফিসের ভেতর থেকে আগুন বের হতে দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেন তৃণমূল নেতৃত্বদের। দলের এই কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সেখ সাবির জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে তাঁরা কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরে যান। আর তার ঘণ্টা দুই-তিন পরে স্থানীয়রা ফোন করে জানান, কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা। জানিয়েছেন, বাড়ি থেকে যখন দৌড়ে অফিসে আসি দেখি প্রায় পুরো অফিস পুড়ে গেছে। সেখ সাবির বলেন, অফিসের ভেতরে থাকা চেয়ার, টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাব পত্র, দলের প্রয়োজনীয় কাগজ, ফেস্টুন, ব্যানারের সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ছবিও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে হলদিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ জানিয়েছেন, তাঁরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এখনই এই অগ্নিকাণ্ড কিভাবে ঘটেছে বলা যাবে না। হলদিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূলনেত্রী তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পৌরপ্রধান নির্বাচনের আগে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করতে এই ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও বিরোধিরা এই অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে দায়ি করেছেন।

জাতীয় সড়কে সরকারি বাসে উঠে টিকিট পরীক্ষকের ভূমিকায় শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ কাঁথি থেকে নন্দীগ্রামে যাওয়ার পথে আচমকা সরকারি বাস থামিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেননি বাসের চালক, কনডাক্টার থেকে যাত্রীরা। ঘোর তখনও কাটেনি। এবার তিনি বাসের সিটে বসে থাকা যাত্রীদের থেকে শুরু করলেন টিকিট দেখার কাজ। তিনি আর কেউ নন খোদ রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় ভ্রমন যাত্রীদের ধরতে পরিবহন মন্ত্রীর আচমকা চলন্ত বাসে উঠে পড়ার ঘটনায় হতচকিত যাত্রী, বাসের চালক, কনডাক্টার সকলেই। মুখে কিছু না বললেও এমন অভিযান যে আগামী দিনে আরও চলবে তা হাবভাবে বুঝিয়ে দিলেন পরিবহন মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তাঁকে পরিবহনের দায়িত্ব দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত সরকারি বাসের পরিষেবার যেমন উন্নয়ন ঘটিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন রুটে বাড়িয়েছেন বাসের সংখ্যা। নতুন নতুন রুটেও চলতে শুরু করেছে সরকারি বাস। তারপরেও বিনা ভাড়ায় যাত্রী সংখ্যা না কমায় লোকসানের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারছেনা

সরকারি পরিবহন সংস্থাগুলি। অভিযোগ, এক শ্রেণির অসৎ কর্মচারী ও বিনা ভাড়ায় কিংবা কম ভাড়ায় গন্তব্যস্থলে যাতায়াতকারী কিছু যাত্রীর কারণে সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা। মুখে কিছু না বললেও সেই চেনা পরিচিত ছক ভাঙ্গাতেই এবার নতুন ভূমিকায় পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দকুমার-দিঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়ায় আচমকাই নিজের কনভয়ের গাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় সেখান দিয়ে খাগড়া এসবিএটিসির একটি বাসকে আটকে উঠে পড়েন মন্ত্রী। বাসে উঠেই চালক কিংবা কনডাক্টারকে কিছু না বলে যাত্রীদের থেকে বাস পরিষেবার মান নিয়ে অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জানতে শুরু করেন। সেই সাথে তাঁরা টিকিট কেটেছেন কিনা জানতে চান মন্ত্রী।

মন্ত্রীর আচমকা এই অভিযানে হতচকিত হয়ে পড়েন বাসে থাকা যাত্রী ও বাসের কর্মীরা। বাসে থাকা অনেক যাত্রীর দাবি, এমন আরও কয়েকবার বিভিন্ন রুটে মন্ত্রী আচমকা অভিযান চালালে বিনা ভাড়ায় বাসে চড়ার প্রবণতা অনেকটাই কমবে।

বালি ফেলে রাস্তা অবরোধ করায় গ্রেফতার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ মেছেদা বাইপাস থেকে কাঁথি শহরে ঢোকার একমাত্র রাস্তা নেতাজী রোডে বালি ফেলে অবরোধ তৈরি করায় তিনজনকে গ্রেফতার করল কাঁথি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মাবিশনর অতুল সিং, রামনগর ধাকালগোবরার অশোক প্রধান ও বাধিয়ার সৈয়দ তাহের আলি। মঙ্গলবার তিনজনকে কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। জানা গেছে, নেতাজী সুভাষ রোডের আঠিলগড়িতে রাস্তার উপরে গাড়ি বোঝাইয়েই বালি ফেলে অভিযুক্তরা। ফলে তীব্র যানজট তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, জেলা প্রশাসনের তরফে গত কয়েক মাস ধরে বারবার প্রচার চালানো হচ্ছে রাস্তার ধারে কোন রকমে নির্মাণ সামগ্রী ফেললে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশের অরাজক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে শিক্ষকদের অগ্রণী হতে হবে ঃ অখিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ শিক্ষকরাই দেশের মেরুদন্ড। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই সুষ্ঠু সমাজগঠনে এনাদের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও এই মানুষগুলিকে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর কলেজ সংলগ্ন ময়দানে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রামনগর কলেজের অধ্যক্ষ ডা অনন্ত মিশ্র। অন্যান্যদের মধ্যে

ছিলেন রামনগর ১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাইচরণ সাহু ও অরুন দাস, জেলা পরিষদ সদস্য অশোক বিশাল প্রমুখ। প্রসঙ্গত, রামনগরের বিধায়কের উদ্যোগেই এলাকার ৬২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এদিন শাল, স্মারক ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়। রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, বিগত সরকারের আমলে যেমন রাজ্যের শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। ঠিক তেমনি করে সমাজের মেরুদন্ড এই মানুষগুলোকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হত না। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষকদেরকেও যোগ্য সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান কেন্দ্র সরকারের একের পর এক জনবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্তের জেরে এক অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সমাজের মেরুদন্ড এই মানুষগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিধায়ক অখিল গিরি।

শিক্ষক দিবসে কৃতী ছাত্রছাত্রী ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা দিলেন পরিবহনমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিক্ষক দিবসের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ৮০ শতাংশের উর্ধ্বে নম্বর প্রাপ্তকদের উৎসাহ প্রদান করেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও এই বিশেষ দিনটিতে চারজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হল নন্দীগ্রাম ব্রজমোহনহেয়াড়ী শিক্ষানিকেতন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহসভাধিপতি সেখ সুফিয়ান, সভাপতি সেখ আবু তাহের, মলিনা দাস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নন্দীগ্রাম বিএমটি শিক্ষানিকেতনের শিক্ষক ডা বাঞ্ছাপিতা মাইতি। এছাড়াও এই বিশেষ দিনটি নন্দীগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে বিশেষ মর্যাদার সাথে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আশনতলা বিদ্যান বিদ্যাপীঠে ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নন্দীগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নন্দীগ্রাম জুবিলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

প্রয়াত সাংসদ সুলতান আহমেদের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হোক ঃ দিলীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুরে দলীয় সভায় যোগ দিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ টিএমসি সাংসদ সুলতান আহমেদের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন। সোমবারই অভিযোগ করেছিলেন, চক্রান্ত করে সুলতান আহমেদকে মারা হয়েছে। দিলীপবাবু বলেন, সোমবার সাংসদ সুলতান আহমেদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু দুঃখজনক। তবে তা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহজনক। আমি বলছি তাঁর মৃত্যু নিয়ে রহস্য কেন? এত বড় একজন নেতা, সাংসদের মৃত্যুর পর সন্ধ্যাতেই কবর দিয়ে দেওয়া হল। পুরোটা সন্দেহজনক। কবর থেকে তুলে তাঁর ময়নাতদন্ত করা হোক। আর তা যদি না হয়, তবে আমরা মৃত্যুরহস্য ভেদের জন্য সিবিআই-র কাছে যাব। তিনি আরও বলেন, মজার ব্যাপার এই মৃত্যু নিয়ে তাঁর পার্টির নেতাদের যত না দুঃখ হচ্ছে তার থেকে বেশি রাজনীতি করছেন তাঁরা। তাঁর মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও দায়ি করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সিবিআই-র চাপে মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, চিঠি এসেছিল। আমার মতে সেই চিঠি সকলের সামনে আনা হোক। এছাড়াও রাজ্য সরকারের যদি মনে হয়, সিবিআই বা কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে সুলতান আহমেদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে কেস করা হোক। অন্যদিকে, তিনি মঙ্গলবার তমলুকে দলীয় কর্মসূচীতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দার্জিলিং প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিংকে দ্বিতীয় কাশ্মীর বানাতে চাইছে। সেই সঙ্গে তিনি দার্জিলিং-এ শান্তি ফেরাতে হলে দুই বিবদমান পক্ষ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও তৃণমূলের নেতারা খোলা মনে বসে আলোচনা করার কথা জানিয়েছেন।

শিক্ষক দিবসে সম্মান পাচ্ছে ছাত্র, চলতি বছর থেকে স্কুলে চালু হচ্ছে 'সততা-সম্মান'

বিশ্বসিদ্ধ দে, দাঁতন ঃ স্কুল পাঠদানের কেন্দ্র। শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশাসনিক উৎকর্ষতা তুলে ধরে স্কুলের পঠিচক্র, ফলাফল তার একটা অংশমাত্র। আবার চরিত্র গঠনও শিক্ষার আরও একটি বড় অংশ। মেধায় নয়, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ আহুত স্কুলে পেছন সারিতে বসে থাকা ছাত্রের সততায়। বিষলে যায়নি শিক্ষার ব্যাপক অর্থ। স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সুব্রত পাত্র। সে পড়াশোনা দিয়ে নয়, চরিত্রের একটি গুণ সততার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সবার কাছে হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়। দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে সহপাঠীসহ অন্যান্য পড়ুয়াদের কাছে। কিছুদিন আগে স্কুলে হওয়া এক অনুষ্ঠানে জানতে পারা যায়, তার সততার কথা। ২৯ আগস্ট , মঙ্গলবার তামাকজাত দ্রব্যবিরোধী আলোচনা সভা শেষ হয়েছে সবে, হঠাৎ পায়ের কাছে কি যেন একটা ঠেকলো! সবাই যখন বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। হাতে তুলে জিনিসটি দেখে শুরু হয় মানসিক টানাপোড়েন। মন অনেক ভেবে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়। ফিরিয়ে দিতে হবে। বারো বছরের

সুব্রত কুড়িয়ে পাওয়া হাতের মানিপার্সটি তুলে দেয় প্রধানশিক্ষকের হাতে। ছিল শ'আষ্টেক টাকা। আর কিছু দরকারি কাগজ। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন ভাগবতচরণ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। প্রধানশিক্ষক অরবিন্দ দাস ছেলেটির এই গুণে অভিভূত। কেননা ছেলেটি গরীব। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেনা বাড়ির আর্থিক দুরবস্থার কারণে। আর এলেও পেছন বেঞ্চে বসে। পড়া শোনে কী শোনেনা তার ঠিক নেই। 'বি' সেকসনে ৯৯ রোল তার। সামনের সারিতে বসা বা অন্যান্যদের মতো মেধাবী নয়। বাবা স্বপন পাত্র সামান্য রাজমিস্ত্রি। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চান। ঘটনার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন এই স্কুলে এসে ছেলে সঠিক শিক্ষাই পেয়েছে। ছেলের সততায় অভিভূত তিনি। আনন্দিত মা মৌসুমি পাত্রও। আর স্কুলে সঠিক পাঠদান যে সমানভাবে ছড়িয়েছে তাতে উচ্ছ্বসিত স্কুল। তাই পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা। স্কুলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে ঐ ছাত্রের হাতে। ছাত্র সুব্রত বলে—'স্কুলের শিক্ষক যা শিক্ষা দিয়েছেন তা পালন করার চেষ্টা করেছি। স্কুলের সামনেই রয়েছে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি। সে বলে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগে পড়েছি, সার পড়িয়েছেন। সত্যি কথা বলতে চুরি করা পাপ। সেই পাপের অংশীদারদের কেউ ভালোবাসে না। তাই চোর এই অপবাদ শুনতে ভালো লাগবে না বলে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি কুড়িয়ে পাওয়া মানিপার্সটি। খুব সামান্য বিষয় তবু যেন অসামান্য। বারো বছরের ছোট্ট সুব্রতর এ যেন এভারেস্ট জয়। তাকে দেখে এগিয়ে আসুক আরও ছাত্র ছাত্রী-এই কামনা করেন স্কুলের প্রধানশিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক। প্রধানশিক্ষক অরবিন্দ দাসের কথায়—স্কুল ছুটির সময়, সুব্রত সামনে এসে দাঁড়ালো। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো—স্যার, এই মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেলাম। খুলে দেখি অনেক টাকা। ওরদিকে তাকিয়ে মনে হল যে ছেলের খোঁজই পড়ে না আজকাল। আমার সামনে সেই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সত্যিই তার অদ্ভুত এই সততায় অভিভূত। ভালো ছেলের সংজ্ঞা হঠাৎ নতুন রূপে এলো। তার এই কাজ স্কুলের মন জয় করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভোগেনি আমাদের শিক্ষাদান। ঠিক করি এই কাজকে উৎসাহ দেওয়া জরুরি। তাই এবারের শিক্ষকদিবসে বিদ্যালয়ের পক্ষে 'সততা সম্মান' পুরস্কার চালু করলাম সুব্রতকে দৃষ্টান্ত রেখে। এতে উৎসাহ পাবে স্কুলের অন্য ছাত্রছাত্রীরা। শিখবে, নতুন করে গড়বে নিজেদের। শুধু এবছরই নয়, শিক্ষক দিবসে এবার থেকে প্রতিবছর স্কুল ' সততা সম্মান' তুলে দেবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে। একথা জানালেন স্কুলের অপর এক সহশিক্ষক শংকরচন্দ্র রায়।

তিনি বলনে— প্রথমে অরবিন্দবাবুই এই প্রস্তাব রাখেন আমাদের কাছে। আমরা একবাক্যে সম্মতি জানাই। আমাদের মনে হয় সঠিক শিক্ষা দিতে পারছি ছাত্রছাত্রীদের। মঙ্গলবার জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন করেছে ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু, সুব্রত পাত্রকে স্কুল, স্কুলের শিক্ষককুল সম্মান জানালেন, আশির্বাদ দিলেন। তার হাতে তুলে দেওয়া হয় 'সততা সম্মান' পুরস্কার। খুশি সুব্রতর পরিবারও, স্কুলসহ উত্তর রায়বাড় গ্রাম। একটা অন্য ধরণের শিক্ষক দিবাসের সাক্ষী থাকলো দাঁতন ভগবতচরণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।